ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে জাফর ইকবাল

মেধাবীদের প্রতিভা আমরা কাজে লাগাতে পারি না

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, 'যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যারা নিজস্ব ক্যাম্পাসে এখনো যায়নি, একাধিক ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে, তাদের জন্য সরকার এক বছর সময় বেঁধে দিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে না পারলে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধসহ তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।' গতকাল বুধবার রাজধানীর আফতাবনগরে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫তম সমাবর্তনে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, পৃথিবীর সবচেয়ে আশাবাদী দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। অথচ দরিদ্র মানুষরা, যারা নিজেদের সন্তানকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেনি, তাদের অর্থে পড়াশোনা করে এই দেশের সবচেয়ে সফল শিক্ষার্থীদের জীবনে প্রথম স্বপ্ন হচ্ছে বিদেশে পাড়ি দেওয়া! আমাদের খুব দুর্ভাগ্য, এই দেশের সবচেয়ে মেধাবী ছেলেমেয়েদের প্রতিভাটুকু আমরা দেশের জন্য ব্যবহার করতে পারি না। সবচেয়ে প্রতিভাবান ছেলেমেয়েদের সাহায্য না পেয়েই আমরা আশাবাদী দেশ! যদি আমরা নতুন প্রজন্মের সবচেয়ে প্রতিভাবান মানুষগুলোকে সঙ্গে পেতাম তাহলে না জানি কী হতো!

বিশ্ববিদ্যালয়টির নিজস্ব ক্যাম্পাসেই এ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এতে তিনজন শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদকসহ মোট এক হাজার ৩১১ জন শিক্ষার্থীকে সনদ দেওয়া হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শর্ত পূরণ করায় অনুষ্ঠানে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী সনদ লাভের ঘোষণাও দেওয়া হয়।

অধ্যাপক জাফর ইকবাল বলেন, 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ভালো না। একজন মানুষের অনেক রকম বুদ্ধিমত্তা থাকে। আমরা শুধু তার লেখাপড়ার বুদ্ধিমত্তাটুকু বিচার করি। ক্লাসে অমনোযোগী ছেলেটি যখন সত্যিকার জীবনে সবচেয়ে বড় সাফল্য দেখায়, তখন অন্যরা অবাক হলেও আমি হই না। বরং তার বুদ্ধিমত্তা বা সৃজনশীলতা সময়মতো ধরতে পারিনি বলে এক ধরনের অপরাধবোধে ভুগি।'

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক বলেন, 'কোনো কিছু অর্জন করাই একমাত্র সাফল্য নয়। একটার পর একটা ব্যর্থতার পরও হাল ছেড়ে না দেওয়া হচ্ছে সাফল্য, তার পরও ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা হচ্ছে সাফল্য। সব কিছু ঠিকভাবে করার পরও যে রকম ব্যর্থতা আসতে পারে, ঠিক সে রকম নিজের ভুলের কারণেও ব্যর্থতা আসতে পারে। আমরা নিশ্চয়ই অনেক মানুষকে খুঁজে পাব, যাঁরা জীবনে কখনো ভুল করেননি। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, সেই মানুষগুলো আসলে জীবনে কোনো কাজও করেননি। যারা কাজ করে, শুধু তারাই ভুল করে।'

সভাপতির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, 'পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ উচ্চশিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তুলতে না পারলে দেশ উন্নত হবে না। সরকার অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে। উচ্চশিক্ষার মান বৃদ্ধিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আইনের আধুনিকায়নসহ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠনেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

সমাবর্তনে অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম এম শহিদুল হাসান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, কোষাধ্যক্ষ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারপারসন, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, গ্র্যাজুয়েট ও তাঁদের অভিভাবকরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে একটি সমাবর্তন শোভাযাত্রা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।